দর্শনায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ১

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ঈশ্বরচদ্রপুর গ্রামের সাগরকে (২৫) ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত সাগর দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আলমগীরের ছেলে।

জানাযায় গতকাল শুক্রবার (২১ জুন) রাত সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর স্কুল পাড়ায়। এ সময় দর্শনা থানার এসআই সোহেল রানা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ ৮০ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ সাগরকে গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত আসামী ও পলাতক আসামী রাজ্জাকের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ১০ গ্রাম হেরোইনসহ ইজিবাইক চালক মিয়ারুল ইসলাম (৫৮) নামের এক হেরোইন বিক্রেতাকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এসময় মিয়ারুল ইসলামের ব্যাটারী চালিত ইজিবাইকটি জব্দ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২০ জুন) দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার নুরপুর মোড়ে চেকপোষ্ট বসিয়ে তাকে হেরোইনসহ আটক করা হয়।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: সাইফুল আলমের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

আটক মিয়ারুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তি হরিরামপুর গ্রামের মৃতু সামসুদ্দিন মন্ডলের ছেলে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: সাইফুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ভারতীয় সীমান্তবর্তি গ্রাম হরিরামপুর থেকে হেরোইনের একটি চালান পিরোজপুরের দিকে যাচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে নুরপুর মোড়ে তল্লাশী চৌকি বসানো হয়। ব্যাটারীচালিত একটি ইজিবাইক দেখে সেটি তল্লাশী করা হয়। এক পর্যায়ে ইজিবাইক চালক মিয়ারুল ইসলামের দেহ তল্লাশী চালিয়ে তার পরনের লুঙ্গির সাথে বিশেষ কায়দায় রাখা হেরোইন পাওয়া যায়। পরে মিয়ারুল ইসলামকে আটক করা হয়। এছাড়া হেরোইন পাচার কাজে ব্যবহৃত ব্যাটারী চালিত ইজিবাইকটি জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত হেরোইনের আনুমানিক মুল্য ১০ লক্ষ টাকা বলে জানান ডিবি কর্মকর্তা সাইফুল আলম।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহের নারী লোভী প্রতারক আসিফ কারাগারে

বিয়ে করা তার নেশা। বিয়ে করে কয়েকমাস রেখে আবারো শুরু করে অন্য নারীর সাথে যোগাযোগ। গোপনে চালায় প্রেমের সম্পর্ক। পরে আগের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আবারো বিয়ে করেন তিনি। এভাবেই বিয়ে করেছেন অন্তত ৪ টি। বিয়ে করে স্ত্রীদের কাছ থেকে যৌতুক আদায় আর ভালোবাসার অভিনয় করে তাদের টাকা আত্মসাৎ করায় তার উদ্দেশ্যে। যৌতুকলোভী প্রতারক আসিফ ইকবাল (২৯)। তিনি সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার রামভদ্রপুর গ্রামের আকরাম আলীর ছেলে। অবশেষে ৩য় স্ত্রীর করা যৌতুক মামলায় বুধবার বিকেলে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

জানা যায়, আফিস ইকবাল বর্তমানে ঢাকা ব্যাংক’র চট্টগ্রাম শাখায় ট্রেইনি এ্যাসিস্টেন্ট ক্যাশ অফিসার পদে কর্মরত। ২০১৬ সালে এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ করে। পরিবারের পক্ষ থেকে ধর্ষণ মামলা করলে

সেই মামলায় কারাগারে যায় আসিফ। পরে ওই মেয়েকে বিয়ে করার পর পরিবার থেকে মামলা তুলে নিলে ছাড়া পায় সেই। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরই সেই মেয়েকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। এরপর বিভিন্ন নারীদের সাথে আবারো প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে আসিফ। ২০২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক ছাত্রীকে বিয়ে করে সে। বিয়ের কিছুদিন পর আবারো নারীদের সাথে সম্পর্কে জড়ায় নারীলোভী আসিফ। ২য় স্ত্রী থাকা অবস্থায় আবারো বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগে আসিফ।

২০২১ সালের ২৬ জুলাই ২য় স্ত্রী থাকা অবস্থায় বিষয়টি গোপন করে ঝিনাইদহের বনানীপাড়ার ফাতেমাকে বিয়ে করে আসিফ। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে ঝিনাইদহে অবস্থান করে প্রতারক আসিফ। ২য় স্ত্রী থাকা অবস্থায় আবারো বিয়ের বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর ২য় স্ত্রীকে ডিভোর্স দেয় সে। ফাতেমাকে বিয়ের কিছুদিন পর আবারো পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে। সর্বশেষ তার কাছ থেকে যৌতুক দাবী করা শুরু করে। যৌতুক না দিলে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে নারীলোভী আসিফ। যৌতুক না পেয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে ফাতেমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। পরে আবারো উম্মে হাবীবা প্রান্তি নামে এক মেয়েকে বিয়ে করে।

৩য় স্ত্রী ফাতেমা বলেন, আসিফ একজন নারীলোভী, প্রতারক ও যৌতুক লোভী। ২য় স্ত্রী থাকা অবস্থায় আমাকে বিয়ে করে। আমার পর আরও এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। তার নেশায় যেন বিয়ে করা। এমনকি ৪র্থ বিয়ে করা অবস্থায় ফেসবুকে এক মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছে তাকেও বিয়ে করার কথা বলেছে। আমার কাছ থেকে যৌতুক না পেয়ে আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে। আমি মামলা করেছি সেই মামলায় আদালতের বিচারক তাকে কারাগারে পাঠিয়েছে। আমি ওর দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি চাই। আর যেন কোন নারীর জীবন সে নষ্ট করতে না পারে সে জন্য আমি ওর উপযুক্ত বিচার চাই।

গাংনীতে ৬৩০ বোতল ফেনসিডিল, ৪ গ্রাম হেরোইন ও গাঁজা জব্দ

মেহেরপুরে মাদক বিরোধী পৃথক চারটি অভিযানে ৬৩০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, চার গ্রাম হেরোইন ও দেড়’ শ গ্রাম গাঁজাসহ চার মাদক

কারবারীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের (মধ্যপাড়া) এলাকার এলাহী বকসের ছেলে সাহাজুল ইসলাম (৩৮), ভাটপাড়া (ডিসি ইকোপার্ক) পাড়া এলাকার কাবুল হোসেনের ছেলে মো: কাজল হোসেন ((১৯), সীমান্তবর্তি খাঁসমহল গ্রামের মৃত আব্দুল আজিজ ওরফে জিপতের ছেলে মো: পল্টু হোসেন (৪০) ও সহড়াতলা গ্রামের মৃত আকছেদ আলীর ছেলে মশিউর রহমান ওরফে মুছা ((৪৫)।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলামের নেতৃতে গতকাল বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বৃহস্পতিবার (২০ জুন) ভোররাত পর্যন্ত গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক চারটি অভিযান চালিয়ে এই চারজন মাদক কারবারিকে আটক করা হয় এবং ফেনসিডিল, গাঁজা ও হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে মাদক উদ্ধারের ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার (২০ জুন) বেলা ১ টার সময় গাংনী থানা ক্যাম্পাসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসব্রিফ করেন মেহেরপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) মোঃ আহসান খান।

প্রেসব্রিফিং এ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আহসান খান জানান, ভারতীয় সীমন্তে একটি ফেনসিডিলের বিরাট চালান তারকাটার বেড়া পার করে বাংলাদেশ অভ্যন্তরে আসছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) সঞ্জিব কুমার সঙ্গীয় ফোসসহ সীমান্তবর্তি কাজিপুর গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার সাহাজুল বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় তার বাড়ি থেকে ৫৬০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়। এসময় আটক করা হয় সাহাজুল ইসলামকে।

অপরদিকে একই সময় এসআই সাইফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্তবর্তি সহড়াতলা গ্রামে অভিযান চালান। অভিযানে ৭০ বোতল ফেনসিডিলসহ মশিউর রহমান ওরফে মুসাকে আটক করা হয়। পরে অপর একটি অভিযান চালানো হয় ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কের সামনের রাস্তাতে। অভিযানে ১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ কাজল আলীকে আটক করেন।

এছাড়া আজ বৃহস্পতিবার (২০ জুন) ভোররাতের দিকে গাংনী থানার ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আশরাফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ খাঁসমহল গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ মো: পল্টুকে আটক করেন।

এসব মাদক উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পুলিশের পক্ষ থেকে গাংনী থানায় পৃথক চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটকৃত আসামীদের বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

প্রেসব্রিফিং এ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আহসান খান বলেন মাদকদ্রব্য এবং মাদক কারবারি দেশ ও সমাজের শত্রু। এদের নির্মল করার জন্য পুলিশ সব সময় কাজ করছে। এটিকে নির্মূল করা পুলিশের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে সাংবাদিক জনপ্রতিনিধিসহ সমাজের অন্যান্য পেশার মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে।

র্যাবের অভিযানে সাড়ে ১৫ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্প মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১৫ কেজি গাঁজাসহ মোঃ মিরাজুল ইসলাম(৪৬) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে। এসময় তার স্ত্রী মোছা: সীতা খাতুন (৩৭) পালিয়ে গেছে।

আটক মিরাজুল ইসলাম কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কবুরহাট গ্রামের মৃত ওমেদ আলী মন্ডলের ছেলে।

আজ রবিবার (১৬ জুন) সকাল ৮ টার সময় কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কবুরহাট (সর্দারপাড়া) এলাকায় ধৃত আসামী মোঃ মিরাজুল ইসলামের বাড়িতে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার বসতবাড়ির একটি কক্ষ থেকে সাড়ে ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে তার স্ত্রী মোছাঃ সীতা খাতুন সুকৌশলে পালিয়ে

যান। গাঁজার আনুমানিক মূল্য ৪ লাখ সাড়ে ৬৬ হাজার টাক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান সঙ্গীয়ফোর্সসহ মাদক বিরোধী এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামীদ্বয় পরস্পর যোগসাজসে দীর্ঘদিন যাবৎ লোক চক্ষুর আড়ালে কুষ্টিয়া জেলা সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় মাদক দ্রব্য কেনা-বেচা করে এলাকার যুব সমাজকে ধ্বংস করছে।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় কুষ্টিয়া সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গ্রেফতারকৃত আসামী ও উদ্ধারকৃত আলামত আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কুষ্টিয়া জেলার সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনায় বিভিন্ন মামলায় ৮ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৮ জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এসআই সেকেন্দার আবু জাফর, এসআই ফাহিম হোসেন, এএসআই আবু বক্কর সিদ্দীক, এএসআই শাহিন সরদার, এএসআই মারুফুল ইসলাম, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংঙ্গীয় ফোর্সসহ বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৮ জন দীর্ঘ দিনের পরোয়ানাভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা পৌরসভার দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মৃত আবুল হাশেম মন্ডলের ছেলে জি আর মামালার আসামী মোমিনুল্লাহ

মন্ডল, মোমিন ট্যারা (৫০),দর্শনা থানার ৬২ নং আড়িয়া গ্রামের মসজিদপাড়ার মৃত গউর চন্দ্র মধু খার ছেলে জিআর-২২৩/২১ মামরার দীর্ঘদিনের পলাতক আসামী শ্রী বিকাশ চন্দ্র সাহা (৩৫),দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের ফুরশেদপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে,বিপুল মিয়া,(৪০) দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের দক্ষিনপাড়ার আছের আলীর ছেলে সোহেল রানা (২৪), দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ঝাঝাডাঙ্গা মসজিদপাড়া গ্রামের মৃত রবিউল কাজীর ছেলে,শহিদুল ইসলাম ওরফে বেল্টু(৩৬), দর্শনা রামনগর ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের বাবলু মিয়ার ছেলে শিপন(২৩),দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের আমিন লসকারের ছেলে মাদুস (৪০) ও দর্শনা আজিমপুর গ্রামের জহুরুল ইসলাম ওরফে জোর হোসেন মিজির ছেলে শফিউল উদ্দিন ওরফে শফিউল উদ্দিনকে (৩৮) গ্রেফতার করেছে।

আজকেই ৮ জন পরোয়ানাভুক্ত আসামিকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন এরা দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলো ওরা ৮ জনই দীর্ঘদিনের ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামী। আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করেছি।

গাংনী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

জ্ঞাত আয় বর্হিভূত ১ কোটি ১০ লাখ ১৫ হাজার ৫৩৬ টাকা সম্পদ অর্জনের প্রাথমিক তথ্য পাওয়ায় গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষক (অধ্যক্ষ) আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক নীল কমল পাল বাদি হয়ে গত বুধবার দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায়

মামলাটি দায়ের করেন।

দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক নীল কমল পাল জানান, প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন দুদকের অনুসন্ধান দলের কাছে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী দাখিল করেছেন তার সাথে বাস্তব সম্পদ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি যে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন তার দুদকের কাছে লুকিয়েছেন। দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। যে কারনে বিচারের লক্ষ্যে মামলাটি দায়ের করেছে দুদক।

দুদকের দায়ের করা মামলার অভিযোগের বিবরণীতে জানা গেছে, আফজাল হোসেন তার নিজের আয়ের টাকা দিয়ে ২০১০ সালে গাংনী পৌর এলাকার বাঁশবাড়ীয়া মৌজায় স্ত্রী সেলিনা আক্তারের নামে ৮.২৫ শতক জমি ক্রয় করেন। জমির দলিল মূল্য দেখানো হয় মাত্র ৪০ হাজার টাকা। ওই জমিতে ২০১২ সালে তিনি নির্মান করেছেন একটি দৃষ্টিনন্দন দ্বিতল ভবন।

আফজাল হোসেন দুদকে যে আয়ের বিবরণী দিয়েছেন তাতে বাড়ি নির্মান ব্যয় দেখানো হয়েছে ২৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা। পরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের দুজন প্রতিনিধি আফজাল হোসনকে সাথে নিয়ে প্রকৃত নির্মান ব্যয় নির্ধারণ করেছেন ৬৪ লাখ ৩৩ হাজার ৭২৩ টাকা। অর্থাৎ বাড়ি নির্মান কাজের প্রকৃত ব্যয় তিনি গোপন করেছেন।

এদিকে সম্পদের বিবরণীতে আফজাল হোসেন তার নিজ নামীয় ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমার তথ্য গোপন করেছেন। গাংনীর দুটি ব্যাংকে তার একাউন্টে পাওয়া গেছে ১ লাখ ৯২ টাকার স্থিতি।

আফজাল হোসেন ও তার ছোট মেয়ে সুজানা পারভীনের নামে মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরে ২০ লাখ টাকার পারিবারিক সঞ্চয়পত্র রয়েছে। দুদুককে দেওয়া তথ্য বিবরণীতে এতথ্যও গোপন করেছেন তিনি।

আফজাল হোসেন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী দাখিল করেছেন তাতে গোপন করা হয়েছে ৩৮ লাখ ৬৫ হাজার ৭৪৯ টাকা।

মামলার আর্জিতে সার্বিক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে আফজাল হোসেনের মোট অর্জিত সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ৩ লাখ ৫৫ হাজার ৪৮০ টাকা। তার চাকুরির বেতন ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধা আয়, গৃহসম্পতি আয় ও কৃষি আয় রয়েছে। যার মাসিক আয় হিসেব করে জ্ঞাত আয় বর্হিভূত

সম্পদের টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ১০ লাখ ১৫ হাজার ৫৩৬ টাকা। এ সম্পদের বিষয়ে দুদকের অনুসন্ধান টিমের কাছে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন কোন প্রকার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এ টাকার সম্পদ অর্জন করে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। যে কারনে বিচারের লক্ষ্যে মামলাটি দায়ের করেছে দুদক।

এদিকে গতকালই মামলাটি রেকর্ড করেছেন দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উপসহকারি পরিচালক সৈয়দ মাইদুল ইসলাম। দুদক আইনে মামলাটির বিচার কার্যক্রম গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের একটি বিশ্বস্থ্য সূত্রে জানা গেছে, আফজাল হোসেন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের প্রধান হিসেবে যোগদানের পরপরই শুরু করেন শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ বাণিজ্য।

সূত্রমতে, কলেজ শাখায় শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন ২১ জন, কাম কম্পিউটার অপারেটর ২ জন, হিসাব রক্ষক ১ জন, অফিস সহায়ক (পিয়ন) ৩ জন। বিদ্যালয়ের জেনারেল শাখায় বিকেল শিফটের জন্য ব্যাক ডেটে নিয়োগ দিয়েছেন ৭ জন, কোনো পদ না থাকলেও অতিরিক্ত অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ দিয়েছেন ৫ জনকে। অফিস সহায়ক পদের একজন প্রার্থী সিয়াম হোসেনকে নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয়ে যোগদান করতে না দেওয়ায় সম্প্রতি গাংনী হাসপাতাল বাজারে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষার্থী না থাকলেও নিয়মবহির্ভূতভাবে শিফট খুলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ১৫ জন শিক্ষক মাধ্যমিক পর্যায়ের সকাল শিফটের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৩ জন শিক্ষক। ওই সুত্রটি জানায়, এসব শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে মোটা অংকের ডোনেশন। যেখানে নতুন শিক্ষকদের জন্য ১৫ থেকে ১৮ লাখ এবং পুরাতন শিক্ষকদের নেওয়া হয়েছিল ৮ থেকে ১০ লাখ টাকা।

জানা গেছে, প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন ইতোমধ্যে গাংনী উপজেলা পরিষদের পাশে একটি বাড়ি, বাঁশবাড়িয়াতে সোয়া ৮ শতক জমির উপর পৌণে এক কোটি টাকা খরচ করে একটি বাড়ি ও কুষ্টিয়া জেলা শহরের র্যাব ক্যাম্পের পেছনে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের জমিসহ একটি একতলা বাড়ি কিনে দোতালায় পরিণত করেছেন। এছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে একাধিক জমির প্লট ও মাঠান জমি।

আলমডাঙ্গায় ভুয়া চিকিৎসক ও ফার্মেসী মালিককে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ভুয়া ডিগ্রিধারী ডাক্তার। এসব হাতুড়ে ডাক্তারের ভূতুড়ে চিকিৎসায় বিপাকে পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন সাধারণ মানুষ। রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, এই অপচিকিৎসার বিষয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে জানানো হলেও রহস্যজনক কারণে ভুয়া ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ।

সূত্র জানায়, কমপক্ষে এমবিবিএস বা বিডিএস ডিগ্রি প্রাপ্তরা ছাড়া কেউ নামের আগে ডাক্তার পদবি লিখতে পারবেন না। অথচ অনেকেই তাদের প্রেসক্রিপশন প্যাডে নামের আগে ‘ডাক্তার” ডিগ্রী লাগিয়ে রোগীদের জটিল কঠিন রোগের চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া- শিয়ালমারী গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুর ১ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় রীম্পা ফার্মেসীর নাম ব্যবহার করে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প করার নামে ডাক্তার না হয়েও তার নামের আগে ডা: ব্যবহার করে রোগী দেখছিল নাসির উদ্দীন নামের এক ভুয়া চিকিৎসক। এমন অভিযোগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন উপজেলা প্রশাসন। ভুয়া চিকিৎসক সেজে চিকিৎসা দেবার কারণে ভুয়া চিকিৎসক নাসির উদ্দীনকে (৪০) কে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভুয়া চিকিৎসক নাসির উদ্দীন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পলাশ পাড়ার সালেহ আহম্মেদের ছেলে।

এছাড়া ভ্রাম্যমাণ আদালত রীম্পা ফার্মেসিতে ভুয়া চিকিৎসক দিয়ে প্রেসক্রিপশন করে ঔষধ বিক্রি করার অপরাধে সাগর হোসেন (৩১) নামের এক ফার্মেসী ব্যবসায়ীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অভিযুক্ত ফার্মেসী ব্যবসায়ী সাগর হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মাদ্রাসা পাড়ার শুকুর আলীর ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস ও স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশের একটি দল।

মেহেরপুর সীমান্তে বিএসএফ কতৃর্ক কৃষক নির্যাতন, পতাকা বৈঠকে দু:খ প্রকাশ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভারতীয় সীমান্তরক্ষি (বিএসএফ) কতৃর্ক বাংলাদেশী কৃষক নির্যাতনের ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষি বাহিনী (বিএসএফ) এর দু:খ প্রকাশ। আগামীতে এ ধরনের অপ্রিতিকর ঘটনা ঘঠবেনা বলেও বিএসএফ’র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কুষ্টিয়া সেক্টরের অধিনায়ক লে. কর্ণেল মোর্শেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। লে, কর্ণেল মোর্শেদ জানান, গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তবর্তি মাঠে নিজ জমির মরিচ ক্ষেতে ঘাস কাটার পর বাংলাদেশী কৃষক আলমগীর হোসেন জমির আইলে বসেছিলেন। এসময় ভারতীয় বিএসএফ সদস্য তাকে লাঠি পেটা করে নির্যাতন করে। এঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষি বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়।

আজ বুধবার (১২জুন) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে আন্তজর্◌াাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৬ ও ১৪৭ এর মাঝে নোম্যান্স ল্যান্ডে ভারতের ফুলবাড়িয়া বিএসএফ ক্যাম্প ও বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কোম্পানী পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে কৃষক নির্যাতনের কড়া প্রতিবাদ জানালে বিএসএফের পক্ষ থেকে স্বীকার করে দু:খ প্রকাশ করেন। আগামীতে এ ধরণের ঘটনার পূনার্বৃতি হবেনা বলেও বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার (১১ জুন) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে কাজিপুর গ্রামের ভারতীয় সীমান্তবর্তি মাঠে আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ১৪৬ ও ১৪৭ এর মাঝে নিজ জমির মরিচ ক্ষেতে ঘাস কাটার পর জমির

আইলে বসে রেস্ট নিচ্ছিলেন বাংলাদেশী কৃষক আলমগীর হোসেন (৩৬)। আলমগীর হোসেনের পাশেই রয়েছে ভারতের মুরুটিয়া থানার গান্ধিনাপুর গ্রামের আবুল শাহ’র কলা বাগান। হঠাৎ কলা বাগানের ভিতর থেকে ভারতের ফুলবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের দুই সদস্য এসে আলমগীর হোসেনকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে নির্যাতন করে। কৃষক আলমগীর হোসেন মারা গেছে ভেবে বিজিবি সদস্যরা পালিয়ে যায়। একই মাঠে কাজ করছিলেন কাজিপুর গ্রামের আরেক কৃষক আফাজুল ইসলাম। পরে আফাজুল ইসলাম অন্যান্য কৃষকদের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সীমান্তবর্তি ওই ওয়ার্ডের মেম্বর আজগর আলী বলেন, সৌদি প্রবাস ফেরত আলমগীর হোসেন বিএসএফের নির্যাতনে মারাত্বক আহত হয়েছে। তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার শরীরের বিভিন্ন অংশে মারাত্বক ক্ষত হয়েছে।

এদিকে বিএসএফ কর্তৃক কৃষককে নির্যাতনের পর ওই মাঠে বাংলাদেশী কৃষকরা কাজ করতে যেতে ভয় পাচ্ছেন বলে জানান স্থানীয় কৃষকরা।

গাংনীতে ফেনসিডিল ফেলে পালিয়েও পার পেলেন না নারী মাদক কারবারী

ফেনসিডিলের চালান নিয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন নারী মাদক কারবারী তানিয়া আক্তার (৩০)। খবর পেয়ে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

আটক তানিয়া আক্তার গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের বিপ্লব হোসেনের স্ত্রী।

আজ বুধবার (১২ জুন) দিবাগত রাত আনুমানিক ৮টার দিকে গাংনী-কাথুলী সড়কের নওয়াপাড়া বাজারের অদূর থেকে তাকে আটক করা হয়।

র্যাব-১২ এর সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্প কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি) মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

সিনিয়র এএসপি মনিরুজ্জামান জানান, সীমান্তবর্তি ধলা গ্রাম থেকে ফেনসিডিলের চালান নিয়ে পাচারের উদ্যোশে নওপাড়া বাজার নামক স্থানে অপেক্ষা করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকা তানিয়া আক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে ফেনসিডিল ফেলে পালানোর চেষ্টা করেন। এসময় তাকে ধরে ফেলা হয়। তার কাছে থাকা ব্যাগের মধ্যে বিশেষভাবে মোড়ানো অবস্থায় ৪০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে গাংনী থানায় ফেনসিডিলসহ তানিয়া আক্তারকে হস্তান্ত করা হয়েছে।